Admission Open
D.M.S.E.H Medical
Course. Class:
Saturday and
Sunday
B.K.E.H Medical College
Principal
8478053624 /9433865590

দি গ্রেট
ইন্ডিয়া টাইমস
THE GREAT INDIA TIMES

HUMAN RIGHTS
AMNESTY INDIA
Interested boys and girls are requested to contact us for human rights activity.
Secretary, all India
8478053624

বর্ষ ১৪।। সংখ্যা ১ । ১৪ মার্চ ।। ২০২৪ ।। বাংলা ৩০ ফাল্গুন ।। ১৪৩০

জনগর্জন সভা থেকে প্রতিশ্রুতির বন্যা

চাইনা কেন্দ্রের টাকা ঃ মমতা

উত্তম দত্ত ঃ সামনেই ১৮তম লোকসভা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনের আগেই দলীয় কর্মী ও সংগঠকদের চাঙ্গা করতে সেইসঙ্গে জনসমর্থন বাড়াতে রবিবারের ডাকা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জনগর্জন সভা থেকে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিম তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই জনসভা থেকে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলেও তার সরকার ইতিমধ্যেই ১০০ দিনের শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দিয়েছে । এরপর এবার আবাস যোজনার বাড়ির টাকাও দেবে রাজ্য। সেই সঙ্গে তিনি ওই সভা থেকেই জানিয়ে দেন যে, যদিও ২ বছর ধরে আবাসের বাড়ির টাকা দেয়নি কেন্দ্র। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে ওই ব্যাপারে স্ক্রুটিনি করা ও সমস্ত সরকারি রীতিনীতি মেনে চলার পরেও কেন্দ্র সেই টাকা দেয়নি। ১ মের মধ্যে আবাসের টাকা কেন্দ্র না দিলে আমরা দেব, আমাদের সরকার থেকে গরিব মানুষের জন্য ওই টাকা দেওয়া হবে। ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে আমি এই ঘোষণা করে যাচ্ছি। এর আগে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ধর্না মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, বাংলার ২১ লক্ষ শ্রমিক যারা ১০০ দিনের টাকা পাননি, তাদের বকেয়া মেটাবে রাজ্য। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে ওই ব্যাপারে সার্ভে করতে গিয়ে অবশ্য দেখা যায়, ১০০ দিনের প্রকল্পে শ্রমিকের সংখ্যা ২১ লক্ষ নয়, প্রায় ৫৯ লক্ষ। সে ব্যাপারে অবশ্য সাফাই গাইতে গিয়ে রবিবারের সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রথমে ভেবেছিলাম ২১ লাখ। পরে

ব্রিগেডের সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি ঃ প্রবাল চৌধুরী।

অবশ্য সার্ভে করতে গিয়ে অভিষেকরা দেখল ৫৯ লাখ লোক। যদি ওই তথ্য নিয়ে নিন্দুকেরা অবশ্য অন্য কথা বলে এসেছেন। তা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সভা থেকে পরিষ্কার টাকা দিয়ে দিয়েছেন। ওই জনগণ সভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদীকে কটাক্ষ করে মমতার প্রশ্ন, কী মোদীবাবু, টাকা না দিয়েই বলছেন, খেয়ে

> কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলেও তার সরকার ইতিমধ্যেই ১০০ দিনের শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দিয়েছে । এরপর এবার আবাস যোজনার বাড়ির টাকাও দেবে রাজ্য। সেই সঙ্গে তিনি ওই সভা থেকেই জানিয়ে দেন যে, যদিও ২ বছর ধরে আবাসের বাড়ির টাকা দেয়নি কেন্দ্র।

জানিয়ে দেন কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও আমরা গত সপ্তাহে ওদের টাকা মিটিয়ে দিয়েছি। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, এদিকে মিথ্যে বলে বেড়াচ্ছে ফেলেছেন। তাহলে দিলে কী বলতেন! এর পাশাপাশি তার নিজস্ব ঢঙে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ওদের ধার ধারি না, নিজেরাই বাংলার মানুষের চাহিদা মেটাব। তবে কিভাবে বাংলার মানুষের সেই চাহিদা মেটাবেন তা অবশ্য খে ালাসা করেননি তিনি। আর এই প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়ার পরেই আসল কথায় ফিরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ওই সমাবেশে এরপরই জনতার উদ্দেশে আর্জি জানান, কিন্তু সেই লড়াই করতে গেলে তো শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তিটা পেতে গেলে তো আপনাদের আর্শীবাদ দরকার। আপনারা সেই শক্তি না দিলে আমরা লড়ব কীভাবে? বিজেপি গতবারে ১৮টা আসনে জিতেছিল।

বিধানসভায়ও কিছু আসনে জিতেছিল। বিধানসভায় রাজ্য থেকে জিতেও তারা কোনও কাজ করেনি। উল্টে দিল্লিতে গিয়ে বলে আসছে টাকা না দিতে। এরপরও কী ওদের ভোট দেবেন? অপরদিকে রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, দক্ষ রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পাশাপাশি মানুষ কেন তৃণমূলকেই ভোট দেবে, সুকৌশলে এদিনের মঞ্চ থেকে তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তৃণমূল নেত্রী বলেন, ওরা নাই বা দিল টাকা, মানুষ সঙ্গে থাকলে বাংলার সব কাজ করতে পারবে তৃণমূল। গঙ্গাসাগর সেতু থেকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, সব আমরাই করব রাজ্যের টাকায়। অপরদিকে ওই জনসভা থেকে নাম না করে সদ্য পদত্যাগী বিচারপতি অভিজিত্ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তিনি বলেন বলেছেন, কেউটে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর, গোখরোর থেকেও ভয়ঙ্কর। চেয়ারে বসে বিচারের নামে চাকরি খেয়েছে। এবার জনগণ ওঁর বিচার করবে।

মুখ্যমন্ত্রী ভয়ে আছেন বললেন সুকান্ত মজুমদার

হীরেন সরকার, শিলিগুড়িঃ রবিবারের ব্রিগেডের সমাবেশ মঞ্চ থেকে দেশের ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

সেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করাকে স্বাগত জানালেও তৃণমূলের ওই প্রার্থী তালিকা নিয়ে আক্রমণ শানাতে ছাড়লেন না বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশের পরেই তিনি বলেন, 'তৃণমূলের তালিকা ঘোষণার ঠিক আধঘন্টা আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি বাংলা বিরোধী বলে বিবৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন প্রার্থী ঘোষণা করা হয়, তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে তৃণমূল বাইরে থেকে লোক আনছে। তিনি বলেন,আমি জানি না কীর্তি আজাদ এবং ইউসুফ পাঠান বাঙালি কিনা, ইউসুফ পাঠান গুজরাটের, এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীও। কিন্তু তাদের জন্য (তৃণমূলের) বলি, প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন বহিরাগত

বলে বারবার বলে এসেছে। কিন্তু বাস্তবে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো প্রার্থী নেই এবং তাই তারা বর্তমান মন্ত্রীকে টিকিট দিয়েছে। তার মতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিরোধীদের গড়া জোট ইন্ডিয়া জোট ক্যাপ্টেন ছাড়া একটি জাহাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌশল এবং তিনি ভয়ে আছেন যে অন্য কোনো নেতা এতটা গুরুত্ব না পান যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে একজন বড় নেতা হতে পারে। তাই তারা অভিনেত্রীদের টিকিট দেয় যাতে তার ভাইপো রাজনীতিবিদ পদে থাকতে পারে'। সেই সঙ্গে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা কে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে একটি উপহাসের পাত্র বলেও উল্লেখ করেন।

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা

কোচবিহার	জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া	আলিপুরদুয়ার	প্রকাশ চিক বরাইক
জলপাইগুড়ি	নির্মল চন্দ্র রায়	দার্জিলিং	গোপাল লামা
রায়গঞ্জ	কৃষ্ণ কল্যানী	বালুরঘাট	বিপ্লব মিত্র
মালদা উত্তর	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	মালদা দক্ষিণ	শাহনওয়াজ আলি রেহান
জঙ্গিপুর	খলিলুর রহমান	বহরমপুর	ইউসুফ পাঠান
মুর্শিদাবাদ	আবু তাহের খান	কৃষ্ণনগর	মহুয়া মৈত্র
রানাঘাট	মুকুটমনি অধিকারী	বনগাঁ	বিশ্বজিৎ দাস
ব্যারাকপুর	পার্থ ভৌমিক	দমদম	সৌগত রায়
বারাসাত	কাকলী ঘোষ দস্তিদার	বসিরহাট	হাজি নুরুল ইসলাম
জয়নগর	প্রতিমা মন্ডল	মথুরাপুর	বাপি হালদার
ডায়মন্ড হারবার	অভিষেক ব্যানার্জি	যাদবপুর	সায়নী ঘোষ
কলকাতা দক্ষিণ	মালা রায়	কলকাতা উত্তর	সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওড়া	প্রসূন ব্যানার্জি	উলুবেড়িয়া	সাজদা আহমেদ
শ্রীরামপুর	কল্যাণ বন্দ্যোপধ্যায়	হুগলী	রচনা ব্যানার্জি
আরামবাগ	মিতালী বাগ	তমলুক	দেবংশু ভট্টাচার্য
কাঁথি	উত্তম বারিক	ঘাটাল	দীপক অধিকারি(দেব)
ঝাড়গ্রাম	কালীপদ সোরেন	মেদিনীপুর	জুন মালিয়া
পুরুলিয়া	শান্তিরাম মাহাতো	বাঁকুড়া	অরুপ চক্রবর্তী
বিষ্ণুপুর	সুজাতা খাঁ	বর্ধমান পূর্ব	শর্মিলা সরকার
বর্ধমান-দুর্গাপুর	কীর্তি আজাদ	আসানসোল	শত্রুঘ্ন সিনহা
বোলপুর	অসিত কুমার মাল	বীরভূম	শতাব্দী রায়

ব্রিগেড সমাবেশে রাজ্যের তাবড় তাবড় নেতা-নেত্রী

সমুদ্রিতা ভট্টাচার্যঃ দেশের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখ নো ঘোষণা করা হয়নি। সম্ভবত এ মাসের মাঝামাঝি সেই দিনক্ষণ ঘোষণা হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও প্রার্থী নিয়ে চলছে ছানবিন। আর এরই মধ্যে দশ মার্চ রবিবার একপ্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । জনগণ গর্জনসভার মাধ্যমে ডাক দিয়েছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাবেশ । আর এই সভাকে কেন্দ্র করে সপ্তাহ খানেক ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে উত্তেজনা ছিল তীব্র। আর এরই জেরে এদিন সকাল থেকেই কলকাতার রাজপথের পুরোপুরি দখল নিয়ে নেয় তৃণমূল কংগ্রেসীরা। শুধু তাই নয়, এই সমাবেশে যোগ দিতে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দূর দূর জেলার দলীয় কর্মীও সমর্থকেরা গতকাল থেকে অর্থাৎ শনিবার থেকেই পাড়ি জমিয়েছে কলকাতায় আর তাদের থাকার ও খাওয়ার এলাহী ব্যবস্থা করা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। ঠিক হয় দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরেই ব্রিগেড সমাবেশের মঞ্চে যাবেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। শহর কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও হাওড়াতেও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ভাত, ডাল, ডিম খেয়ে সেখান থেকেই ব্রিগেডের পথে রওনা দিচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। উল্লেখ্য প্রতিবছরই একুশে জুলাই তৃণমূল শহিদের স্মরণে সমাবেশ করে থাকে। বরাবরই দেখা যায় দল তাদের কর্মীদের থাকার যেমন ব্যবস্থা করে থাকে, তেমনই খাওয়ার ব্যবস্থাও করে। সমাবেশের অন্যতম আকর্ষণীয় মেনু থাকে এই ডিম-ভাত। এবার ব্রিগেড সমাবেশেও তার ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে যে সকল তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কলকাতায় এসে গিয়েছেন, তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিউটাউনের ইকোপার্কে। পার্কের এক নম্বর গেটে কর্মীদের থাকা এবং খাওয়ার জন্য আলাদা আলাদা হ্যাঙার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও মালদা ও মুর্শিদাবাদের তৃণমূল কর্মীদের গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সূত্রের খবর, প্রায় পনেরো হাজার লোক উপস্থিত রয়েছেন স্টেডিয়ামে। আজ তাদের জন্য দুপুরের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, ফুলকপি আলুর তরকারি এবং ডিমের ঝোল।

শনিবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী সমর্থকরা এসে হাজির হয়েছেন ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে। রেল বাতিলের অভিযোগ আগেই এনেছে বাংলার শাসক দল। তাই বাসে করেই ব্রিগেড সমাবেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন অনেকেই।কেউ আসছেন ত্রিপুরা থেকে, কেউ উত্তরপ্রদেশ থেকে আসছেন তো, কেউ আসছেন মেঘালয় থেকে, কেউ গোয়া থেকে আসছেন তো কেউ আসছেন দিল্লি থেকে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে শনিবার লোক আসা শুরু হয়ে গিয়েছে। যেহেতু রেলের তরফে তৃণমূলকে ব্রিগেডের ভিড় টানতে কোনও ট্রেন দেওয়া হচ্ছে না, তাও প্রায় ১০০টি বাসে করে উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকেরা এসেছেন কলকাতা শহরে।

তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় সমাবেশ তারা করবে। এমনকি আগের ব্রিগেডের তুলনায় তারা বেশি জনসমাগম করবে।

নির্বাচন আসন্ন তাই কি সিএএ ?

উত্তম দত্ত ঃ ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রতিটি নির্বাচনের আগে দেশবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার তাগিদে হয় যুদ্ধের জিগির, নতুবা নাগরিকত্ব নিয়ে একের পর এক চাল চেলে এসেছে বিজেপি। আর এবারের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে সেরকম কোন যুদ্ধের জিগির তুলতে না পেরে নাগরিকত্ব বিল কেই হাতিয়ার করে নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে তৎপর বিজেপি। সেই কারণেই সোমবার মধ্যরাত্রে লোকসভা নির্বাচনে ঠিক আগে বিরাট চাল চালল বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। দীর্ঘদিন ধরেই নাগরিকত্ব বিল অর্থাৎ সি এ এ চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার । লক্ষ্য একটাই হিন্দুত্বের জিগির তোলা, শরণার্থীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ও অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে তাড়ানো। বিজেপির এই দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি মত সোমবার রাত্রি থেকেই দেশে*লাগু হয়ে গেল সিএএ। যদিও এই সিএ চালু করা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের অবসান এখনো ঘটেনি। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বাম ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইন কে তারা কোন মতেই মান্যতা দেবেন না। শুধু তাই নয়, এর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, সমগ্র দেশে সি এ এ চালু হলেও এ রাজ্যে কোনমতেই তার চালু করতে দেওয়া হবে না। তবে মুখ ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাই বলুন না কেন সেটা যে কোনমতেই সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমেয়। তবে এই সি এ এ চালু নিয়ে সমগ্র রাজ্যে জুড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে উৎসব পালন করা হলেও তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস ও বামেলের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করে ইতিমধ্যেই আন্দোলনের নামার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। এখন দেখ ার বিষয় সেই আন্দোলন তীব্রতা কতখানি আঁচ ফেলে আমজনতার মধ্যে। উল্লেখ্য সোমবার বিকেলে*সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট*কার্যকর করা নিয়ে*গেজেট নোটিফিকেশন জারি*করে দিয়েছে। যা এদিন মধ্যরাত থেকেই কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে*২০১৯ সালে সংসদে সিএএ আইন পাস হয়,*এবং রাষ্ট্রপতি সই করে দেওয়া সত্ত্বেও এতদিন গেজেট নোটিফিকেশন জারি হয়নি বলে এটি কার্যকর হয়নি। যদিও*কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ*মাসখানেক আগে থেকেই বলে আসছিলেন, লোকসভা ভোটের আগেই সিএএ কার্যকর করা হবে। সূত্রের খবর*সোমবার রাতের মধ্যেই দেশজুড়ে কার্যকর হয়ে যাবে সিএএ। ফলে এদিন রাত থেকেই*ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন*জানাতে পারবেন এ দেশে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের একাংশ! এবার আসা যাক আসলে সিএএ কী? ২০১৯ সালে সংসদে পাস হওয়া সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে বলা হয়েছে*২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে*বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে*নিপীড়নের শিকার হয়ে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভারতে আশ্রয় নেবেন, তাদের কোনরকম নথিপত্র ছাড়াই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। নিপীড়িত ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলতে কাদের বলা হচ্ছে সেটাও সিএএ-তে নির্দিষ্ট করা আছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু*হিন্দু, বৌদ্ধ, খি স্টান, জৈন, শিখ ও পার্সি-রা*যদি ধর্মীয় নিপীড়ন বা অন্য কোন ও অত্যাচারের কারণে নিজেদের বাঁচাতে ভারতে এসে আশ্রয় নেন। তবে তাদের*সিএএ আইনে আবেদন করলেই নাগরিকত্ব দিয়ে দেওয়া হবে।*তবে এই আশ্রয় নেওয়ার সময়টা ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে হতে হবে। সাধারণত ভারতে আশ্রয় নেওয়ার শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার নিয়ম হল,*এদেশে টানা ১ বছর থাকতে হবে এবং শেষ ১৫ বছরের মধ্যে ১১ বছর বসবাস করতে হবে। কিন্তু সিএএ-তে ওই তিন দেশ থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নেওয়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য ১১ বছরের সময়সীমাটা কমে মাত্র ৫ বছর করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে*যদি কোন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ*নিপীড়নের শিকার হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন তবে তিনি*সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন না। এবার আসা যাক সিএএ নিয়ে বিতর্ক কোথায়? ঙ্খঙ নিয়ে মূল বিতর্কের জায়গা হল- * বিরোধীদের অভিযোগ, এই প্রথম ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব দেওয়া হতে চলেছে। * কেন ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না সেই নিয়ে প্রশ্নের সমাধান এখনও হয়নি। **কেন শুধু বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান-কে বেছে নেওয়া হল সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা, মায়ানমারেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অত্যাচারের শিকার হন।

এর পর দুই এর পাতায়

ব্রিগেডে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স

মৌসুমি বৈদ্যঃ নবরূপে নেতাজীর স্বপ্নের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। যাদের আত্মবলিদানে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন হল, রাজনৈতিক চক্রান্ত করে সেদিনকার বৃটিশদের দালালরা তাদের নাম মুছে ফেলতে চাইছে ইতিহাসের পাতা থেকে। এর বিরুদ্ধেই গর্জে উঠে পথে নেমেছে নেতাজীর আদর্শে চলা কিছু বাঙালী রাজনৈতিক কর্মী। বাঙালীর গৌরবোজ্জ্বল বীরত্বগাথাকে বাংলার মনে ও মননে জাগরিত করার মাধ্যমেই দেশের রাজনীতি ও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে সোচ্চারে প্রশ্ন করছে, আন্দোলন করছে। ধীরে ধীরে বাংলার জেলায় জেলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের শুকিয়ে

যাওয়া ধারাকে আবার জাগিয়ে তুলছে এই নতুন দ্য বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। পুরোনো প্রতিবাদী মুখ গুলো আবারও ফিরে পাচ্ছে লড়াই-এর ভাষা। অগ্নিযুগের বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্ত'র জন্ম জয়ন্তীতে এরকমই এক মহতী সভায় কলকাতার রাজপথে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে স্মরণ করা হল মহীয়সী অগ্নিকন্যাকে।